পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ :
১লা ফাল্গুন, ১৩৬০

প্রকাশিকা :
প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম
১৬, রাজেন্দ্র লাল ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

ব্যবস্থাপনা :
কাজী সব্যসাচী

প্রচ্ছদপট :
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক :
সুরেশ চন্দ্র নাথ
ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস
৫২।৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

———-

কৃষাণের গান

ওঠ্ রে চাষী জগদ্বাসী ধর্ কসে লাঙ্গল।
আমরা মর্‌তে আছি—ভাল ক'রেই মরব এবার চল্ ॥

মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হাতে টান্‌ছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ
আজ মা'র কাঁদনে লোনা হ'ল সাত সাগরের জল ॥

ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হ'য়ে আজ ভর্‌তেছে বোতল ॥

আজ চার্‌দিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত কাড়্‌ছে থালার ভাত
মোর বুকের কাছে মর্‌ছে খোকা, নাই ক' আমার হাত্।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেল্‌ছে খেলা খল ॥

ও ভাই আমরা মাটির খাঁটি ছেলে দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
আর মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন রাবণ-অরি রাম
ঐ হালের ফলায় শস্য উঠে সীতা তাঁরি নাম
আজ হর্‌ছে রাবণ সেই সীতারে—সেই মাঠের ফসল ॥

সর্ব্বহারা

ও ভাই আমরা শহীদ মাঠের মক্কায় কোরবাণী দেই জান।
আর সেই খুনে যে ফল্‌ছে ফসল, হর্‌ছে তা শয়তান।
আমরা যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান।
আজ চারদিক হ'তে ঘিরে মারে এজিদ রাজার দল॥

আজ জাগ রে কৃষাণ, সব ত গেছে কিসের বা আর ভয়
এই ক্ষুধার জোরেই কর্‌ব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়কে কর্‌ব নয়,
ওরে দেখ্‌বে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল॥

হুগলী
অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

শ্রমিকের গান

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রী-দল !
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙব চল্ ।
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে
পাহাড় ট'লে তুষার গ'লে
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে ।
মোরা সিন্ধু ম'থে এনে সুধা
পাই না ক্ষুধায় বিন্দু জল ।
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি
কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি
হীরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তুলি রে !
আজ মানব-কুলের কালি মেখে
আমরা কালো কুলির দল ।
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

সর্ব্বহারা

আমরা পাতাল ফেড়ে খুঁড়ে খনি
আনি ফণীর মাথার মণি
তাই পেয়ে সব শনি হল ধনী রে!
এবার ফণি-মনসার নাগ-নাগিনী
আয়রে গর্জ্জে মার্ ছোবল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

যত শ্রমিক শু'ষে নিঙ্ড়ে প্রজা
রাজা উজির মার্ছে মজা,
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে!
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দল্বি রে আয় মজুর দল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই মোদের বলে হ'তেছে পার,
হপ্তা রোজে সপ্ত পাথার,
সাঁতার কেটে জাহাজ কাতার কাতার রে।
তবু মোরাই জনম চল্ছি ঠেলে
ক্লেশ-পাথারের সাঁতার জল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

আজ ছ'মাসের পথ ছ'দিনে যায়
কামান গোলা রাজার সিপাই
মোদের শ্রমে মোদেরি সে কৃপায় রে!
ও ভাই মোদের পুণ্যে শূন্যে ওড়ে
ঐ ভুঁড়োদের উড়োকল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

সর্ব্বহারা

ও ভাই দালান বাড়ী আমরা গড়ে
রইনু জনম ধূলায় পড়ে,
বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চড়ে রে।
আমরা চিনির বলদ চিনি নে স্বাদ
চিনি বওয়াই সার কেবল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা খনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নি দিই দিগ্বিদিকে জ্বেলে রে।
এবার জ্বাল্‌বে জগৎ কয়লা-কাঁটা
ময়লা কুলির সেই অনল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল

ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাসি
আমরা মু'টে কল্ খালাসী!
ডুব্‌লে তরী মোরাই তুল্‌তে আসি রে!
আমরা বলির মতন দান করে সব
পেলাম শেষে পাতাল-তল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
আবার নূতন করে মল্লভূমে
গর্জ্জাবে ভাই দল-মাদল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

সর্ব্বহারা

ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয় রে ধ্বংস-সাথী।
ধর হাতিয়ার, সামনে প্রলয় রাতি রে।
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়
আঁধার নায়ে চড়্‌বি চল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

কৃষ্ণনগর,
২০ শে মাঘ, ১৩৩২

ধীবরদের গান

আমরা নীচে প'ড়ে রইব না আর
শোন্ রে ও ভাই জেলে
এবার উঠ্‌বে রে সব ঠেলে !
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠ্‌ল সবাই রে
ঐ মুটে মজুর হেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে ॥

আজ সবার গায়ে লাগ্‌ছে ব্যথা
সবাই আজি কইছে কথা রে,
আমরা এমনি মরা কই নে কিছু
মড়ার লাথি খেলে
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে ॥

হায় ভাই রে, মোদের ঠাঁই দিল না
আপন মাটীর মায়ে,
তাই জীবন মোদের ভেসে বেড়ায়
ঝড়ের মুখে নায়ে।
ও ভাই নিত্য নূতন হুকুম জারি
করছে তাই সব অত্যাচারী
তারা বাজের মতন ছোঁ মেরে খায়
আমরা মৎস্য পেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে ॥

আমরা তল করেছি কতই সে ভাই
অথই নদীর জল
ও ভাই হাজার ক'রেও ঐ হুজুরদের
পাই নে মনের তল।
আমরা অতল জলের তলা থেকে
রোহিত মৃগেল আনি ছেঁকে রে,
এবার দৈত্য দানব ধর্‌ব রে ভাই
ডাঙাতে জাল ফেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে॥

আমরা পাথার জলে ডুব-সাঁতার দিই
মরেও নাহি মরি,
আমরা হাঙর কুমীর তিমির সাথে
নিত্য বসত করি।
ও ভাই জলের কুমীর জয় ক'রে কি
কুমীর হ'ল ঘরের ঢেঁকি রে,
ও ভাই মানুষ হ'তে কুমীর ভাল
খায় না কাছে পেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে॥

ও ভাই আমরা জলে জাল ফেলে রই,
হোথা ডাঙার 'পরে
আজ জাল ফেলেছে জালিম যত
জমাদারের

ও ভাই ডাঙার বাঘ ঐ মানুষ-দেশে
ছেলে মেয়ে ফেলে এসে রে,
আমরা বুকের আগুণ নিবাই রে ভাই
নয়ন-সলিল ঢেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে॥

ওরে সপ্ত লক্ষ শির মোদের ভাই
চৌদ্দ লক্ষ বাহু,
ওরে গ্রাস করেছে তাদের ভাই আজ
চৌদ্দ জনা রাহু।
যে চৌদ্দ লক্ষ হাত দিয়ে ভাই
সাগর ম'থে দাঁড় টেনে যাই রে,
সেই দাঁড় নিয়ে আজ দাঁড়া দেখি
মায়ের সাত লাখ ছেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে॥

ও ভাই আমরা জলের জল-দেবতা
বরুণ মোদের মিতা,
মোদের মৎস্যগন্ধার ছেলে ব্যাস-দেব
গাইল ভারত-গীতা।
আমরা দাঁড়ের ঘায়ে পায়ের তলে
জলতরঙ্গ বাজাই জলে রে,
আমরা জলের মতন জল কেটে যাই,
কাট্‌ব দানব পেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে॥

সর্ব্বহারা

আমরা খেপ্‌লা জাল আর ফেলব না ভাই
একূলা নদীর তীরে,
আয় এক সাথে ভাই সাত লাখ জেলে
ধর্ বেড়াজাল ঘিরে।
ঐ চৌদ্দলক্ষ দাঁড়-কাঁধে ভাই
মল্লভূমির মল্ল-বীর আয় রে,
ঐ আঁশ-বঁটীতে মাছ কাটি ভাই
কাটব অসুর এলে !
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে ॥

কৃষ্ণনগর,
২৪ শে ফাল্গুন, ১৩৩২

চোর ডাকাত

কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতী ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে !

চোর ডাকাতের করিছে বিচার কোন্ সে ধর্ম্মরাজ ?
জিজ্ঞাসা কর, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ ?

বিচারক ! তব ধর্ম্মদণ্ড ধর,
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড় !
যারা যত বড় ডাকাত দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।

রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট-রক্ত-ইঁটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে
দিব্যি পেতেছে খল কল্‌ওয়ালা মানুষ-পেষানো কল,
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল !
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া কল-ওয়ালা
ভরিছে তাহার মদিরা-পাত্র, পূরিছে স্বর্ণ-জালা !
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন-ভুঁড়ি
নিরন্নদের ভিটে নাশ ক'রে জমিদার চড়ে জুড়ি !
পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
নাচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকী, গাহে যক্ষের জয় !

সর্ব্বহারা

অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল-কিছু,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।

পালাবার পথ নাই—
দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ-খুঁড়িয়াছে গড়খাই।
জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত—
চোরে চোরে এরা মাস্তুত ভাই, ঠগে ও ঠগে শ্যাঙাৎ।

কে বলে তোমায় ডাকাত, বন্ধু, কে বলে করিছ চুরি?
চুরি করিয়াছ টাকা ঘটি বাটী, হৃদয়ে হান নি ছুরি।

ইহাদের মত অমানুষ নহ, হ'তে পার তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর।

* * * *

মিথ্যাবাদী

মিথ্যা বলেছ বলিয়া তোমায় কে দিল মনস্তাপ ?
সত্যের তরে মিথ্যা যে বলে স্পর্শে না তারে পাপ

গোটা সত্যটা শুধু ত সত্য কথা বলাতেই নাই,
মিথ্যা কয়েও সত্যনিষ্ঠ হতে পারি আমরাই !

সত্যবাক্ সে বড় কিছু নয়, ক'জন সত্যবান্ ?
সত্যবাদীরা ক'জন দিয়াছে সত্যের তরে প্রাণ ?

অন্তরে যারা যত বেশী ভীরু যত বেশী দুর্ব্বল,
নীতিবিদ্ তারা তত বেশী করে সত্য-কথন ছল।

সত্যকামেরও নমস্য যারা সত্যনিষ্ঠ বীর—
সত্যের তরে হাসিতে হাসিতে যারা দিল নিজ শির !

হয়ত তাহারা অনেক মিথ্যা বলেছে জীবন ভ'রে
তবু তারা বীর—তারা দিল প্রাণ সত্য-রক্ষা তরে।

সত্য লইয়া করিছে ওজন কে উনি মুদীর মত ?
মনে মনে ভাবে কি কাজই করিনু আমি সে বিজ্ঞ কত

বলি ওহে বাপু সত্য-ব্যাপারী, সত্য কি চা'ল ডাল ?
কোথা কয় রতি সত্য কমিল, তাই নিয়ে দেবে গা'ল !

সত্যেন্দ্র

সত্য মুদীর তথ্য—
অমুক বীরের জীবনে কমেছে হুঁ হুঁ এতটুকু সত্য।

ওকে আসে বাবা? সত্যেরে তবু এরা মাপে, ওযে গণে।
দশটি কথায় বাধিল সত্য, হেসে মরি মনে মনে।

বাটখারা আর রসি নিয়ে এল সত্যের পিসী মাসী,
মাপিয়া মাপিয়া ভরিল বস্তা, গুণে গুণে বাঁধে খাসী।

বন্ধু, শুনো না কূট তর্কের যত হাতী ঘোড়া উট,
সত্যনিষ্ঠা থাকে যদি প্রাণে, বেপরোয়া বল ঝুট।

*　　*　　*

রাজা-প্রজা

সাম্যের গান গাই—
যেখানে আসিয়া সম-বেদনায় সকলে হয়েছি ভাই।

এ প্রশ্ন অতি সোজা
এক ধরণীর সন্তান, কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা ?

অদ্ভুত দর্শন—
এই সোজা কথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা সিডিশন।
প্রজা হয় শুধু রাজ-বিদ্রোহী, কিন্তু কাহারে কহি,
অন্যায় ক'রে কেন হয় না ক' রাজাও প্রজাদ্রোহী।
প্রজারা সৃজন করেছে রাজায়, রাজা ত সৃজেনি প্রজা,
কৃতজ্ঞ রাজা তাই কি প্রজায় ধ'রে করে দিল খোজা ?

বন্ধু হাসিছ চুটে,
আপনার ঘরে হয়ে আছি সব গোলাম নফর মুটে।
আপনার পুরুষত্ব অন্যে সঁপিয়া কি পেনু দাম ?
আগলাতে রাজা-রাজ্য-হেরেম হয়েছি খোজা গোলাম!

এ ব্যথা কাহারে কই,
যার ঘর তার ঘর নয় আর নেপো মারে এসে দই!
যাদের লইয়া রাজ্য, রাজ্যে নাই তাদেরই দাবী,
রাজা-দেবতার অনন্ত ভোগ, আমরা খেতেছি খাবী

এ নিয়ে নালিশ কার কাছে করি, জয় রাজা জি কি জয়।
আমাদের হয় সুবিচার, নাই রাজারই বিচারালয়!
গুরু গুরু বাজে যুদ্ধ-ডঙ্কা, দলে দলে ছোটে ছেলে,
হেসে বুক চিরে কল্‌সী কল্‌সী তাজা খুন দিল ঢেলে।
কলিজা-ছিদ্রে দীর্ঘশ্বাস ফুঁ দিয়া বাজায় শাঁখ,
ঘরে ঘরে ওড়ে ক্রন্দন-উলু, চালে চালে ওড়ে কাক;

প্রস্তুত হ'ল পথ
বাজা, শাঁখ বাজা, ওই দেখা যায় জয়-লক্ষ্মীর রথ!
মাগো, কাঁদ্ তোরা আদুরী বোনেরা ধূলায় লুটায়ে পড়্,
সিঁথায় সিঁদুর নাই দিলি বধূ, চল থেমে গেছে ঝড়।
ফেরেনি ছেলেরা? ফেরে নি ভাইরা? ফেরে নি ক' পতি? ওরে
দুঃখ কি?   ওরা স্থান পেয়েছে যে জয়-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে!

আজিকে রাজ্যময়,
শোকের তুফান ছাপাইয়া ওঠে—জয় রাজা জি কি জয়?

বাজারে ডঙ্কা বাজা!
এতদিন পরে কেল্লা ছাড়িয়া বাহির হয়েছে রাজা!
নিহত আহত বীরেরে মাড়ায়ে ছুটেছে রাজার রথ,
যুদ্ধ-ফেরত খঞ্জ পঙ্গু পালা পালা ছাড় পথ!

বন্ধু এমনি হয়—
জনগণ হ'ল যুদ্ধে বিজয়ী, রাজার গাহিল জয়!—
প্রজারা যোগায় খোরাক পোষাক, কি বিচার বলিহারি,
প্রজার কর্ম্মচারী নন তাঁরা রাজার কর্ম্মচারী!

মোদেরি বেতন-ভোগী চাকরেরে সালাম করিব মোরা,
ওরে 'পাব্‌লিক সারভেণ্ট'দেরে আয় দেখে যাবি তোরা !
কালের চরকা ঘোর,
দেড়শত কোটী মানুষের ঘাড়ে—চড়ে দেড়শত চোর।
এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়—
সমবেত রাজকণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয় !

* * * *

সাম্য

গাহি সাম্যের গান—
বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে মুখে মুখে তাজা প্রাণ।
বন্ধু, এখানে রাজা প্রজা নাই, নাই দরিদ্র ধনী,
হেথা পায় না ক' কেহ ক্ষুদ ঘাঁটা কেহ দুধ-সর-ননী।
অশ্ব-চরণে মোটর-চাকায় প্রণমে না হেথা কেহ,
ঘৃণা জাগে না ক' সাদাদের মনে দেখে হেথা কালা-দেহ।
সাম্যবাদী-স্থান
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান।
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গির্জ্জা-ঘর,
নাইকো পাইক বরকন্দাজ নাই পুলিশের ডর।
এই সে স্বর্গ, এই সে বেহেশ্ত্, এখানে বিভেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাতে রেখে মিলিয়াছি ভাই ভাই।
নেইক এখানে ধর্ম্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।
হেথা স্রষ্টার ভজনা-আলয় এই দেহ এই মন,
হেথা মানুষের বেদনায় তাঁর দুখের সিংহাসন!
সাড়া দেন তিনি এখানে তাঁহারে যে-নামে যে-কেহ ডাকে.
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে নামে ডাকে সে মা'কে
পায়জামা প্যাণ্ট ধুতি নিয়া হেথা হয় না ক' ঘুষাঘুষি
ধুলায় মলিন দুখের পোষাকে এখানে সকলে খুসী।

প্রার্থনা

[গান]

এস যুগ-সারথি নিশঙ্ক নির্ভয়।
এস চির-সুন্দর অভেদ অসংশয়।
জয় জয়।
জয় জয়।

এস বীর অনাগত
বজ্র সমুদ্যত।
এস অপরাজেয় উদ্ধত নির্দ্দয়।
জয় জয়।
জয় জয়।

হে মৌনী জন-গণ-
বেদনা-বিমোচন-
যুগ-সেনানায়ক ! জাগো জ্যোতির্ম্ময়।
জয় জয়।
জয় জয়

ওঠে ক্রন্দন ওই,
এস বন্ধন-জয়ী।
জাগে শিশু, মাগে আলো, এস অরুণোদয়।
জয় জয়।
জয় জয়।

চাষার গান

মোরা বিহান-বেলা উঠেরে ভাই চাষ করি এই মাটী
যে মাটীর বুকে আছে পাকা ধানের সোনার কাঠি ॥

ফসল বুনে রোদের তাতে উঠি যখন ঘেমে
সদয় হয়ে আকাশ থেকে বিষ্টি আসে নেমে।
মুচ্‌কি হেসে বৌ এনে দেয় পান্তা ভাতের বাটী ॥

আশ মেটেনা চারা ধানের পানে চেয়ে চেয়ে
মরাই ভ'রে থাকবে ওরাই আমার ছেলে মেয়ে।
চাইনা স্বর্গ পাই যদি এই পাকা ধানের আঁটি ॥

জল নিতে যায় আড় চোখে চায় বৌ-ঝি নদীর কূলে
খুশীতে বুক ভরে ওঠে খাটুনী যাই ভুলে।
(এ) মাঠ নয় ভাই বৌ পেতেছে ঠাণ্ডা শীতল পাটী ॥

ছাদ্‌পেটার গান

কোরাস—সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ্‌ গো।
পেট ভরে ভাত পাই না ধরে আসে হাত গো।

১ম। তোর ঘরে আজ কি রান্না হয়েছে ?
২য়। ছেলে দু'টো ভাত পায়নি পথ চেয়ে রয়েছে!
৩য়। আমিও ভাত রাঁধিনি, দেখ্‌না চুল বাঁধিনি
শ্বাশুড়ি মান্ধাতার খুড়ি মন্দ কথা কয়েছে
৪র্থ। আমার ননদী বড় দজ্জাল বজ্জাত গো।
কোরাস—সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ্‌ গো।
পেট ভরে ভাত পাইনা ধরে আসে হাত গো।
১ম। এত খায় তবু এদের বউগুলো শুঁট্‌কো,
২য়। ছেলেগুলো প্যাঁকাটি, বাবুগুলো মুট্‌কো!
কোরাস—এরা কাগজের ফুল, এরা চোখে চাঁদ দেখেন।
ইটের ভিতরে কীটের মতন কাটায় এরা রাত গো ॥
সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ্‌ গো
পেট ভরে ভাত পাই না ধরে আসে হাত গো।

———

চীন ও ভারত

চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক্! ঐক্যের জয় হোক্! সাম্যের জয় হোক্!
ধরার অর্দ্ধ নর-নারী মোরা রহি এই দুই দেশে,
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে,
সহিবনা আর এই অবিচার, খুলিয়াছে আজি চোখ॥
চীন ভারতের জয় হোক্! ঐক্যের জয় হোক্! সাম্যের জয় হোক্!
প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের হিমালয়
(আজ) এই কথা যেন কয়—
মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীকে—
ইহা কি সত্য নয়?
হইব সর্ব্বজয়ী আমরাই সর্ব্বহারার দল,
সুন্দর হবে, শান্তি লভিবে নিপীড়িতা ধরাতল।
আমরা আনিব অভেদ ধর্ম্ম নব বেদ গাথা-শ্লোক॥
চীন ভারতের জয় হোক্! ঐক্যের জয় হোক্! সাম্যের জয় হোক্

———

নারী

আমি মহাভারতী শক্তি নারী।
আমি কৃশ-তনু অসিলতা,
স্বাহা আমি তেজঃ তরবারি॥

আমি আশা-দীপ জ্যোতি,—
(আমি) কল্যাণ, সাম্য, প্রেম, সংহতি
(আমি) ভবনে করুণা-কোমল
আমি ভুবনের সর্ব্বদ্বন্দ্ব সংহারি।

(আমি) শান্ত উদাসীন মেঘে আনি বর্ষণ বেগ
আমি তড়িৎ-লতা,
পরাজিত পৌরুষে জাগায়ে তুলি
দূর করি' নিরাশা দুর্ব্বলতা।
আমি গার্গেয়ী মৈত্রেয়ী ভাগবতী শক্তি—
আমি নবারুণ আলোক আনিব বিশ্বে
তিমির বিদারি'॥

———

সাতাশ

চাষীর গান

ভাটিয়ালী সুরে বাজে রাখাল ছেলের বাঁশী
সন্ধ্যা হ'ল ঘরে চল ওরে মাঠের চাষী ॥

পিদিম্ নিয়ে একলা জাগে একলা ঘরের বধু
হৃদয় পেতে রেখেছে ভাই সারাদিনের মধু
পথ চেয়ে সে ব'সে আছে, কাজ হয়েছে বাসি ॥

(যে) মন সারাদিন ছিল প'ড়ে হালের গরুর পানে
দিনের শেষে জরু এবার সেই মনকে টানে
(মোর) মেটে ঘরের দাওয়ায় লুটায় কালোচোখের হাসি

পূবান হাওয়া ঢেউ দিয়ে যায়
আউশ ধানের ক্ষেতে
এই ফসলের দেখব স্বপন
শুয়ে শুয়ে রেতে।
(আমি) সকাল বেলা আবার যেন মাঠে ফিরে আসি ॥

———

এই দেশ কার ?

এই দেশ ক'র ? তোর নহে আর।
রে মূঢ় সন্তান ! ভারত-মাতার ॥

দেবতার দেশে আজ
দৈত্য ক'রে বিরাজ
মন্দির আজি বন্দীর কারাগার ॥

লাজ নাহি তার, যার জননী দাসী !
দাসের শিকল প'রে বেড়াস্ হাসি'
কেমনে, নিলাজ, বেড়াস্ হাসি' ?
অসম্মানের প্রাণ
ক'রে দেরে অবসান
মানুষের মত ম'রে বাঁচ্‌রে আবার ॥

সর্ব্বহারা

দাও শৌর্য্য দাও ধৈর্য্য হে উদার নাথ
দাও দাও প্রাণ।
দাও অমৃত মৃত জনে,
দাও ভীতি-চিত জনে শক্তি অপরিমাণ
হে সর্ব্ব শক্তিমান॥

দাও স্বাস্থ্য, দাও আয়ু
স্বচ্ছ আলো মুক্ত বায়ু
দাও চিত্ত অ-নিরুদ্ধ দাও শুদ্ধ জ্ঞান
হে সর্ব্ব শক্তিমান॥

দাও দেহে দিব্যকান্তি
দাও গেহে নিত্য শান্তি,
দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি মঙ্গল কল্যাণ।
ভীত নিষেধের ঊর্দ্ধে স্থির
রহি যেন চির উন্নত শির
যাহা চাই যেন জয় করে পাই
গ্রহণ না করি দান
হে সর্ব্ব শক্তিমান॥

—— —— ——

বিদায় মাভৈ

বিদায়-রবির করুনিমায় অবিশ্বাসীর ভয়
বিশ্বাসী ! বল আস্‌বে আবার প্রভাত-রবির জয় !
খণ্ড ক'রে দেখ্‌ছে যারা অসীম জীবনটাই
দুঃখ তারাই করুক ব'সে, দুঃখ মোদের নাই।

আমরা জানি, অস্ত খেয়ায় আস্‌ছে রে উদয়।
বিদায়-রবির করুনিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।
হারাই-হারাই ভয় করেই না হারিয়ে দিলি সব!
মরার দলই আগ্‌লে মড়া কর্‌ছে কলরব।

ঘরবাড়ীটাই সত্য শুধু নয় কিছুতেই নয়।
বিদায়-রবির করুনিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।
দৃষ্টি-অচিন দেশের পারেও আছে চেনা দেশ,
এক নিমিষের নিমেষ-শেষটা নয়ক অশেষ শেষ।

ঘরের প্রদীপ নিব্‌লে বিধির আলোক-প্রদীপ রয়,
বিদায়-রবির করুনিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।
জয়ধ্বনি উঠ্‌বে প্রাচীন চীনের প্রাচীরে
অস্ত-ঘাটে ব'সে আমি তাইত নাচিরে!
বিদায়-পাতা আন্‌বে ডেকে নবীন কিশলয়,
বিশ্বাসী ! বল্‌, আসবে আবার প্রভাত-রবির জয়॥

চৈত্র, ১৩৩০, কলিকাতা

সর্ব্বহারা

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ
ক্ষমা ক'রো হজরত

বিলাস বিভব দলিয়াছ পায় ধূলি সম তুমি প্রভু
তুমি চাহ নাই—আমরা হইব বাদ্‌শা নওয়াব কভু।
এই ধরণীর ধন-সম্ভার
সকলের তাহে সম অধিকার
তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ॥

তোমার ধর্ম্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি ক'রে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন্‌-ধর্ম্মীর পূজা-মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পর-মত॥

তুমি চাহ নাই ধর্ম্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।
মোরা ভু'লে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্ম্মান্ধতা,
বেহেশ্‌ত্‌ হ'তে ঝরেনাকো আর নাই তব রহম্‌ত॥

———

জাকাত লইতে এসেছে ডাকাত্‌ চাঁদ

জাকাত্‌ লইতে আস্‌মানে এল আবার ডাকাত্‌ চাঁদ,
গরীব কাঙাল হাত্‌ পাত্‌, ধনী রইস্‌ মরাই বাঁধ!
ঈদের হেলাল, ওকি বেহেশ্‌তী বেলালের রাঙা হাসি?
নীল আস্‌মানী মিজানে দাঁড়ায়ে আজান্‌ দেয় কি আসি?
না, না,—অতীত জেহাদের রণে আলীর জুল্‌ফিকার
খালেদের মুসা তারেকের তেগ টুটেছিল কতবার!
তাহারি একটি টুক্‌রো লাগিয়া আস্‌মানী শাশিতে
বাঁকিয়া আঁকিয়া রেখেছে শহীদী-স্মৃতি যেন আজো চিতে।
এই সে ডাকাত চাঁদেরে দেখিতে একমাস রোজা রেখে
পথ চাহিয়াছি উপবাসী থেকে এই তুরন্তে ডেকে!
এল তুরন্ত অফুরন্ত এনেছে খুশীর ডালি
এইবার বুঝি মুছিয়া যাইবে কালো আকাশের কালি।
এইবার বুঝি ধূলির ধরায় তুলী বুলাইয়া তার
আনিবে রূপালী বিভব, সোনালী শস্যের সম্ভার।
উপোসী চিত্তে কোন্‌ রূপসীর লাগিবে এবার ছোঁওয়া
কার সুর্ম্মার পরশে হইবে বিলীন চোখের ধোঁওয়া
চাঁদ নয় ও যে কম্‌লা লেবুর কোয়া তৃষিতের তরে
একটি নিমেষ, তবুও রসনা উঠিবে ত রসে ভ'রে।
তারপর সেই চির চেনা দুঃখ শোক দারিদ্র্য ব্যাধি,
উনুনে শূন্য হাঁড়ি, ক্ষুধাতুর ছেলেমেয়ে ওঠে কাঁদি।

সর্ব্বহারা

হাট হতে বাবা ফেরে নাই আর চা'ল বাড়ন্ত সেথা,
হাঁড়ির পানিতে টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফোটে জননীর ব্যথা।

আজ ছেলেমেয়ে কাদেনাকো, তারা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়াছে
কা'ল সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদের নিশান যে তুলিয়াছে!

শিরণী পাইবে, ফির্‌ণী খাইবে আনিয়াছে জাম-বাটী,
মনের খুশীর ঈদগাহে পাতিয়াছে কে শীতলপাটী!

সাজিমাটী দিয়ে ধুয়েছে ছিন্ন-বস্ত্র মা রাত জেগে,
ভিজেছে পিরাণ কাতর চোখের অশ্রু-আতর লেগে!

ছেলেরা হাসিছে, আনন্দ ফোটে ছিন্ন জামার ফাঁকে
চোখ মোছে বাবা ঈদগাহে যেতে দাঁড়ায়ে পথের বাঁকে,

এখো গুড় আর ক্ষুদ মিশাইয়া আম্মা রেঁধেছে ক্ষীর,
দুধের বদলে ঝরেছে সে ক্ষীরে মমতার আঁখি-নীর!

থাক্, আজ আর বলিব না এই বঞ্চিতদের কথা
আঁখির ঝিনুকে সঞ্চিত থাক্ যত অশ্রুর ব্যথা।

মেঘের ছিন্ন কাথায় শুয়ে যে আজিকে ঈদের চাঁদ
স্বপ্ন হেরিছে লক্ষ টাকার, আমামা পাগ্‌ড়ী বাঁধ্‌!

ধনীর মরাই-এ সারাইখানার মাতাল শারাব ঢালে,
আশার জোনাকী জ্বালিয়াছে খুশীর চেরাগ চাষার চা'লে।

জাকাত লইতে
ডাকাতি করিতে এসেছ ঈদের চাঁদ?
এনেছ কি সখা হাতে হিক্‌মতী লুট করিবার ফাঁদ!

তব অধরের বক্রহাসির বাঁকা ইঙ্গিতে বুঝি
ঘরে ঘরে তুমি লুট করিবার সঙ্গীরে ফের খুঁজি ?

তুমি আল্লার আদেশ লইয়া বলিছ আকাশে যেন,
ওরে শহীদান, ভোগীরা আজিকে জাকাত্ দেয় না কেন ?

ভোগীদের উদ্বৃত্ত অন্নে আছে আছে অধিকার
এই পৃথিবীতে ক্ষুধিতের, এ যে ফর্মান আল্লার !

কেড়ে নে ওদের সঞ্চয়, সব বিত্ত লুটিয়া নে,
খোদার আদেশ পালন করিবি, বাধা দেবে তাহে কে ?

কেন ভয়ে তোরা মরিয়া আছিস্ জীর্ণ জরায় হায় ?
হাতের নিকটে পাতের খোরাক, মরিস্ তবু ক্ষুধায় !

হাত বাড়াবার নাই কি সাহস, হাত কি পঙ্গু তোর ?
ডাকাত এসেছি জাকাত্ লইতে ওঠ্ ওঠ্ কম্জোর।

আমি আল্লার ঈদের চাঁদ রে, আনিয়াছি ফর্মান,
সঞ্চিত দৌলত নিয়ে এফ্তার হবে রমজান !

সবাই খোরাক পাইবে ক্ষুধার আসিবে ঈদের খুশী,
লুট্ ক'রে নেরে আল্লার দান, কেউ হবি না রে দুখী।

শ্রীমান আব্দুল মুহিত চৌধুরী স্নেহ ভাজনেষু—

জীবনোৎসবে মেতেছিস তোরা নব-যৌবন-মদ-মাতাল,
ওরা বেহেস্ত খুঁজুক শূন্যে, তোরা ডুবে দেখ নীল পাতাল।
এসেছে যাদের কল্যাণ লাগি ধর্ম্ম, সেই সে মানুষেরে,
তোরা তুলে ধর তোদের উর্দ্ধে, তোদের ধর্ম্ম সেই যেরে!
উহারা পুজুক শাস্ত্র গ্রন্থ বিধি আচার ও ভজনালয়,
যাহাদের তরে এসব সৃষ্টি, সেই মানুষের গা তোরা জয়।
ভয় নাই, এই নব-যৌবন-বিপুল স্রোতে যাবেরে ভাসি,
দু তীরের ঐ শান্তি-আবাস, আবর্জ্জনার স্তূপরাশি।
যে গড়ে গড়ুক, তোরা বেপরোয়া ভেঙে যা ভাঙন-ব্রতীর দল,
শূন্যের ওরা শূন্য লভুক, তোরা খুঁড়ে দেখ পাতাল তল।
মাটীর গর্ভে জ্বলে যে মাণিক, সাগরের তলে মুকুতা রাশ,
বাসুকি ফণায় জ্বলিতেছে মণি, তোরা আন হরি হানিয়া ত্রাস।
কে জানে কখন উদিবে সে রবি, দেখেছি তোদের অভ্যুদয়,
সৃষ্টি আসিবে সে কোন প্রভাতে তোরা আন রাতে মহাপ্রলয়।

শ্রীহট্ট,
৮ই কার্ত্তিক, ১৩৫৩